সংবাদ

তারিখ 18 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বরিশালের মাদ্রাসায় গল্পের বই পত্রিকা পড়া নিষিদ্ধ!

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বরিশাল নগরীর একটি মাদ্রাসার ছাত্রদের যুগ যুগ ধরে সংবাদপত্র, গল্পের বই, ম্যাগাজিন পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। ছাত্ররা রাজনীতি করবে, তারা

নিষিদ্ধ : পৃঃ ১১ কঃ ২

নিষিদ্ধ : মাদ্রাসায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আধুনিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত হবে ও তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে অজুহাতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ ধরনের একটি পশ্চাৎপদ সিদ্ধান্ত ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

নগরীর আমানতগঞ্জের বেলতলায় ১৯৪৭ সালে মাহমুদিয়া নামে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণী থেকে কামিল বা মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস রয়েছে। তাতে পাঁচ শতাধিক ছাত্র রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রই মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্র। আর এসব আবাসিক ছাত্রে যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয়। অনাবাসিক ছাত্রদের বেলাতেও একই নিয়ম থাকলেও তারা বাইরে থাকে বলে তাদের ওপর এই পশ্চাৎপদ সিদ্ধান্ত সর্বোতভাবে পালন করানো সম্ভব হয় না। তবে তাদের পক্ষে পত্রিকা পাঠ করে বা বই পড়ে অন্য ছাত্রদের কাছে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ওই মাদ্রাসাটির ছাত্র ভর্তি ফরমের উল্টোদিকে সব ছাত্রকে একটি অঙ্গীকারনামা দিতে হয়। যেখানে তাদের ১২টি শর্ত পূরণ করার অঙ্গীকার করতে হয়। এর ৭ নং শর্তে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর ছাত্ররা পত্রিকা বা পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বই পড়লে রাজনীতি করতে পারে বা রাজনীতি সচেতন হতে পারে বলেই পত্রিকা, ম্যাগাজিন, গল্প, উপন্যাস পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর একটি শর্ত হলো পড়াশোনা ছাড়া কোন পত্রিকা, ম্যাগাজিন, গল্প, উপন্যাস, পুস্তক, আকিদা ও ফাসিক চিন্তাধারার কোন বই পড়ব না।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ওবায়দুর রহমান এই মাদ্রাসার নিয়ম স্বীকার করে বলেছেন, পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে বলেই তাদের পত্রিকা পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ বরিশালের রাজনীতি সচেতন সব নাগরিকই এই মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্রদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে লোকবল বাড়ানোর জন্য উপস্থিত থাকতে দেখে আসছেন। অঙ্গীকারনামার আরবি-বাংলার মিশ্রণে তৈরি করা শর্তাবলী সম্পর্কে এক মসজিদের ইমাম জানান, বিদেশী ইসলামী রাষ্ট্রের অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাটি অনুদানদাতা রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানকে খুশি করতেই এসব শর্ত দীর্ঘদিন ধরে মেনে আসছে।